যুগান্তর

তারিখ 27 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

88 Report

স্কুল-মাদ্রাসার পাঠ্যবই

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত তথ্য সংশোধন

মুসতাক আহমদ

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বিকৃত ইতিহাস পড়তে হবে না। পাঠ্যপুস্তকে ইতিমধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে সঠিক ইতিহাস। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্যোগে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এবং মাদ্রাসার ইবতেদায়ি স্তরের ২১টি পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সঠিক ইতিহাস প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। প্রয়োজনীয় সংশোধনী শেষে বর্তমানে এসব বই ছাপানোর কাজ চলছে। জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নসিরউদ্দিন জানিয়েছেন, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সংশোধনী হবে। ঈদের পর উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বই ছাপা শুরুর আগে সেগুলোতেও প্রয়োজনীয় সংশোধনী সম্পন্ন হবে। তিনি বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছবে। ৬০ ভাগ বইয়ের ছাপা কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

এনসিটিবি'র প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপ-কমিটির আহ্বায়ক জিয়াউল হাসান জানান, প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি স্তরের ৬টি করে মোট ১২টি বই সংশোধন করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর সমাজ বই রয়েছে। এই একই সংশোধনী আনা হচ্ছে ইবতেদায়ি স্তরের পাঠ্যপুস্তকেও। তিনি যুগান্তরকে আরও জানান, স্বাধীনতার ঘোষণা, বঙ্গবন্ধুর নামে আগে 'বঙ্গবন্ধু' ও 'জাতির জনক' শব্দ সংযোজন করা হয়েছে। সময় কম থাকায় বেশি ঝুঁকি নেয়া যায়নি। আরও ভুলভ্রান্তি ধরা পড়লে পরামর্শমতো প্রয়োজনে আগামী সংস্করণে পুনরায় সংশোধন করা হবে। এখন ২৬ মার্চ নয়, ২৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া সংক্রান্ত তথ্য স্থান পাবে। আর বঙ্গবন্ধুর নামের আগে ফেলে দেয়া 'বঙ্গবন্ধু' ও 'জাতির জনক' শব্দ বসবে। ১৯৮২ সালে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র অনুযায়ী তথ্যাদি সংশোধন হচ্ছে বলে জানা গেছে।

প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে বিগত জোট সরকারের আমলে

সংশোধন : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

সংশোধন : তথ্য

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চূড়ান্তভাবে বিকৃত করা হয়। বিশেষ করে বাংলা, ইতিহাস, সমাজ, পৌরনীতি এবং সামাজিক বিজ্ঞানের বইগুলোতে মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ভূমিকা, এই দু'নেতাসহ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরেবাংলা একে ফজলুল হকের জীবনী সঠিকভাবে সন্নিবেশিত হয়নি। জিয়াউর রহমান কোন তারিখে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন, বঙ্গবন্ধু জাতির জনক এবং স্বাধিকার আন্দোলনের স্বপ্নদ্রষ্টা ও নেতৃত্বদাতা ইত্যাদি বিষয়ে লুকোচুরির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে জিয়াউর রহমানের অবদান অনন্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। শুধু বঙ্গবন্ধুই নন, জাতীয় চার নেতার অবদান উপেক্ষা করা হয়েছে। অষ্টম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে জিয়াউর রহমানের জীবনী অংশে লেখা হয়েছে, 'প্রতিশনাল বাংলাদেশ সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তিনি (জিয়া) বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।' পঞ্চম শ্রেণীর সমাজ এবং বাংলা বই থেকে যথাক্রমে 'বঙ্গবন্ধু' ও 'জাতির জনক' ফেলে দেয়া হয়। অথচ বিএনপির '৯১-৯৬ সালের শাসনামলের পাঠ্যপুস্তকে এ ধরনের মনগড়া ও বিকৃত কোন ইতিহাস সন্নিবেশিত ছিল না।

এদিকে বছরের শুরুতেই শিশুদের হাতে পাঠ্যবই তুলে দিতে আগামী শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক ছাপার কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে প্রাথমিক স্তরের বই ছাপা হচ্ছে। প্রাথমিক স্তরের বই ছাপা শেষে মাধ্যমিক স্তরের বই ছাপা শুরু হবে বলে জানান এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান ড. নসিরউদ্দিন। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ সংকটের কারণে ছাপা বিঘ্নিত হচ্ছে। কিন্তু বিদ্যুৎ বিভাগ সাফ জানিয়ে দিয়েছে, মন্ত্রণালয় নির্দেশ না দিলে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব নয়। এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান বলেন, প্রেসগুলোকে লোডশেডিংয়ের বাইরে রাখার অনুরোধটি বাস্তবসম্মত নয়। কেননা, সব প্রেস এক এলাকায় নয়। তিনি জানান, প্রেস মালিকদের অগ্রিম দিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু তারা একটি মন্থরতা দেখাচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রাথমিক স্তরের ৬০ ভাগ বই ছাপা শেষ বলে তিনি জানান। তবে প্রকাশকরা জানান, ৬০ ভাগ নয় প্রায় ৪০ ভাগ বই ছাপা শেষ হয়েছে। কিছু কিছু বইয়ের বাঁধাই কাজ শুরু হয়েছে। এমতাবস্থায় প্রকাশকরা মনে করেন, নভেম্বরের মধ্যেই ছাপার কাজ শেষ হবে।